খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার নাম ঈদ আর এতে বান্দার যেন সংশোধন হয়ে যায়।

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও এর দর্শন

[হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে]

ঈদুল ফিতরের উৎসব পালন কেবল নতুন কাপড় পরা ও আনন্দিত হওয়া নয়। মানুষের প্রকৃত আনন্দ আসলে আল্লাহ্‌তাআলাকে সন্তুষ্ট করা- এটা নিজের মাঝে এই গভীর দর্শন ও বাণী বহন করে।।

খোদার সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালবাসা লাভের জন্যে বান্দাদের সাথে মিলে-মিশে জামাতী পরিবেশে উৎসব পালন করা। কিন্তু এ সাময়িক আনন্দকে স্থায়ী আনন্দে পরিবর্তন করা যেতে পারে। অতএব প্রকৃত ঈদ কিভাবে পালন করা যেতে পারে যা স্থায়ীও আর যার প্রভাব ভবিষ্যত কালও বেষ্টন করে রাখে? এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী উপস্থাপন করা হচ্ছে ঃ

খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার নাম ঈদ

"খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার নাম ঈদ। আর এতে বান্দার যেন সংশোধন হয়ে যায়। এ ঈদ যখন আসে তখন যায় না আর এ ঈদের দিনে সন্ধ্যাও আসে না। একে কোন যুগ সরিয়ে বা শেষ করে দিতে পারে না। সে দিনটি এমন যেন এর ঈদ শেষ হয় না। ... এ ঈদ এ দুনিয়াতেও শেষ হয় না আর কবরেও শেষ হয় না বরং এ ঈদের দিনের উদয় এখান থেকে আরম্ভ হয় এবং পর জগতে ওপরে উঠতে থাকে" (খুতবাতে মাহমুদ, ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)।

পবিত্র রমযানের মিষ্টি ফল-ফলাদি

"রমযান শেষে সেই দিনটি এসেছে যাকে ঈদ বলে। আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত রমযান সবসময় শেষ হয়ে গিয়ে থাকে আর খোদা নিজ বান্দাদের জন্য ঈদ পাঠিয়ে দেন। খোদাতাআলা নিজ বান্দার জন্যে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ সময়ের যে পরীক্ষা রেখেছেন তা হলো রমযান মাস। খোদার বান্দা ৩০ দিনের রোযা রাখে। অভুক্ত থাকে, পিপাসার্ত থাকে। জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থাকে। রাতে জাগে। অধিক পরিমাণে দোয়া করে থাকে। অধিক পরিমাণে কুরআনের তেলাওয়াত করে থাকে। যিক্‌রে ইলাহী করতে থাকে আর কোন কোন লোক তারাবীহ্ নামাযও পড়ে থাকে।

মোট কথা ৩০ দিনের মাস ধর্মীয় দিক থেকে আজব, সূক্ষ্ম ও স্বাদের মাস হয়ে থাকে। কিন্তু দৈহিক দিক থেকে এক পরীক্ষা হয়ে থাকে। কেননা, খোদার বান্দা অভুক্ত, পিপাসার্ত থাকে আর জৈবিক চাহিদা থেকে নিজেকে নিজে বিরত রাখে; কিন্তু এ পরীক্ষা এক মাস পরে শেষ হয়ে যায় এবং খোদা নিজ বান্দাদের জন্যে ঈদের দিন নিয়ে আসেন। এভাবে মু'মিনকে এটা বলা হয়েছে, যখন খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সংকট সৃষ্টি হয়ে থাকে তা সব সময়েই সাময়িক হয়ে থাকে আর এর পরে শীঘ্রই

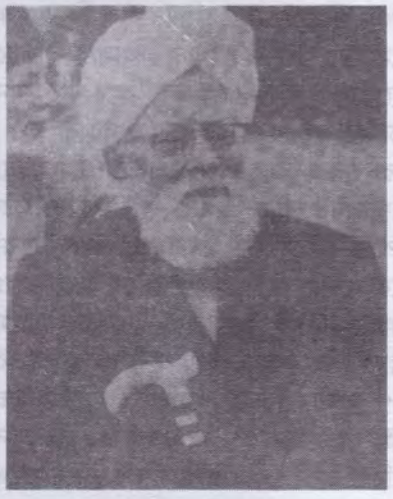

আনন্দ ও শান্তির দিন এসে থাকে। কিন্তু বান্দা যখন নিজেই নিজের জন্যে কোন দুঃখ সৃষ্টি করে তখন কখনও কখনও তা এত দীর্ঘ হয়ে যায় যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে আর কখনও কখনও শতাব্দী ধরে সেই দুঃখ-কষ্ট মাথার ওপর ঝুলে থাকে এবং ঈদ এসেও আসে না বরং রোজ রোজ দূর থেকে দূরে চলে যেতে থাকে।

অতএব বান্দাকে সব সময় এ বিষয় স্মরণ রাখা উচিত, যে পরীক্ষা দীর্ঘ হয়ে যায় এতে অবশ্যই কোন বান্দার দুর্বলতার প্রভাব হয়ে থাকে নচেৎ আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে কখনও দীর্ঘ পরীক্ষা আসে না। আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে যে পরীক্ষাই এসে থাকে তা হচ্ছে সাময়িক আর কিছু কাল পরেই এমন উপকরণ সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয়ে যায় যাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌তাআলা চান আমার বান্দার ওপর যত শীঘ্র সম্ভব ঈদের দিন এসে যাক। যেমন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে সাহাবা রোজ ইসলামকে বিস্তার দেবার জন্যে পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। তারা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশ-নির্দেশের পুরোপুরি আনুগত্য করেছেন। ফলে তাদের ঈদ খুব শীঘ্র এসেছিল। কুরআন হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতির ঘটনাও বর্ণনা করেছে। খোদাতাআলা বনী ইস্রাঈলের জন্যে কত শীঘ্র ঈদ আনতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বান্দারা একে কিভাবে দূর করে দেয়। খোদা তো তাদেরকে পবিত্র ভূমি (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস-অনুবাদক)-তে হযরত মূসার জীবনেই নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন; আর কুরআন করীম থেকে জানা যায়, আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে ৪০ বছর আগেই পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বান্দারা একে পেছনে সরিয়ে দেয়। খোদা তাদের জন্যে ঈদকে শীঘ্র নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা তাদের আমল দিয়ে অন্য কোন সময় সরিয়ে দেয়।

আমাদের জামাতকেও গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার, তারা কি নিজেদের জন্যে ঈদের দিন শীঘ্র নিয়ে আসার চেষ্টা করছে বা সেই ঈদের দিনকে আরও পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে। যে জাতির সামনে কোন ঈদের দিন উপস্থিত থাকে না তাদের সফলতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমাদের জামাতকে এ ঈদ নিয়ে আসতে কী সন্দেহ থাকতে পারে? (খুতবাতে মাহমুদ, ১ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৭)।

আল্লাহ্‌তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণার মাঝে প্রকৃত ঈদ

হাদীস থেকে প্রমাণিত, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঈদের মাঠে যাওয়া ও আসার সময় এবং ঈদের মাঠে অবস্থান কালেও খুব বেশি বেশি এ তকবীর পাঠ করতেন- **আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা**

ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ (অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আর আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে-অনুবাদক)।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ সুন্নত বলছে, মু'মিনের প্রকৃত ঈদ আল্লাহ্তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণার মাঝেই নিহিত। অতএব আমরা যদি বিশ্বে আল্লাহ্তাআলার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে সফলতা অর্জন করতে পারি, তাঁর নাম বিস্তার দিতে পারি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে দেই এবং সব চেষ্টা ও সাধনা এ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেই যেন খোদার নাম উন্নীত ও উচ্চ হয় তাহলে নিশ্চয় আমাদের ঈদকে প্রকৃত ঈদ বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের কর্তব্য বুঝতে না পারি এবং খোদাতাআলার তৌহীদ ও একত্ববাদের প্রচার ও এর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলাম যেসব কুরবানীর প্রত্যাশা করে সেসব কুরবানীর ক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপ দুর্বল হয় তাহলে আমাদের ঈদকে সঠিক অর্থে প্রকৃত ঈদ বলা যেতে পারে না। অতএব আজ আমি আমার জামাতের সব বন্ধুকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, 'এ ঈদকে সত্যিকার রঙ্গে তাদের পালন করার চেষ্টা করা আবশ্যক।' আর এ বাহ্যিক ঈদকেই সেই মহান আধ্যাত্মিক ঈদ লাভের একটি মাধ্যম বানায় যাতে সারা বিশ্বে খোদাতাআলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় (খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৮)।

প্রকৃত ঈদ লাভ করার উদ্দেশ্যে নিজের অংশ বের কর!

এ রমযান তোমাদের শিক্ষা দেয়, নবীর যুগরূপ রমযানে যদি তোমাদেরকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়, কষ্ট করতে হয় তাহলে তোমরা অভিযোগ করো না। কেননা, যেভাবে এ রমযান কেটে যায় আর তোমরা এর নির্দিষ্ট দিনগুলো সম্বন্ধে অবহিত এবং ভয় পাওনা সেভাবেই নবীর যুগের রমযানও কেটে যায় এবং ঈদ এসে যায়। অতএব যেভাবে তোমরা এ রমযানে অভিযোগ কর না যে, এ রমযান তো শেষ হচ্ছে না তাহলে নবীর যুগ-রূপ রমযানে কেন অভিযোগ করে থাক আর তোমরা যদি এ রমযানকে জানতে পারতে তাহলে আনন্দ পেতে। কেননা, এ মাস ধর্মের জন্যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার জন্যে। আর দুঃখ-কষ্টের দিনে তোমাদের ধর্মের সেবার সুযোগ লাভ হয়েছে, তোমরা এতে আনন্দিত তোমাদের এসব দিনের মর্যাদা দেয়া উচিত। ঈদের দিন আসার আগে খোদার সাথে সন্ধি কর নচেৎ তোমাদের ঈদ শিশুদের ঈদের ন্যায় হবে; যদিও আমাদের প্রত্যেকের ঈদকে এগিয়ে নিয়ে আসায় অংশ থাকা আবশ্যক। আর আনন্দিত হও, ভবিষ্যদ্বাণী পুরো করতে আমাদেরও এভাবেই অংশ থাকে যেভাবে সন্তানদের মাঝে মা-বাবার অংশ থাকে। আর যেভাবে মা সন্তানকে দেখে আনন্দিত হয়ে থাকে। ঈদ নিয়ে আসার মাঝে আমাদেরও অংশ আছে বলে ঈদ দেখে আমরাও খুশী হই, বিজয় আমাদের উদ্দেশ্যে না হয়। আর কোন উন্নতিতেই আমরা যেন আনন্দিত না হই; বরং আমরা যদি আনন্দিত হই তাহলে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় যেন আনন্দিত হই। এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে এবং অবশ্যই হবে; কিন্তু সে সময় আধ্যাত্মিকতার মান ততটা থাকবে না বলেই আশঙ্কা যতটা নবীর যুগের নিকটবর্তী কালে থেকে থাকে। আমি তাই দোয়া করছি আর আমরা এ ঈদ অর্থাৎ উন্নতির যুগে অহংকারে, গর্বে, আরাম - আয়েষে অন্যদের অধিকার খর্ব করতে নিবেদিত না হই, বরং আগের চেয়ে উত্তম আচরণ দেখাই এবং খোদার পরিপূর্ণ ফরমাবরদার হই যেন সেই ঈদের দিনও আমাদের জন্যে রযমান মাসের মত কল্যাণমন্ডিত হয়, আমীন।

(খুতবাতে মাহমুদ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৪)।

কুরবানী ছাড়া কোন ঈদ লাভ হতে পারে না ঃ

ঈদ যে কুরবানী ছাড়া লাভ হতে পারে না, ঈদ থেকে আমরা এ শিক্ষা যেন লাভ করতে পারি। আমরা এ কারণ ছাড়া, যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে আনন্দিত হতে চাই। এটা দেখুন, খোদা কেন ঈদ নির্ধারণ করেছেন। এথেকে তাই জানা যায়, যখন আমরা খোদাতাআলার আদেশের মাধ্যমে খাওয়া ও পান করা ছেড়ে দিই তখন ঈদের সুযোগ আসে। যদিও বাহ্যিক ঈদ আত্মার দিক থেকে আসে আর আসল ঈদ খোদাতাআলার পক্ষ থেকে আসে এবং তা অনেক কুরবানী করার পরে আসে। অতএব তোমরা যদি প্রকৃত ঈদ দেখতে চাও তাহলে এর জন্যে একটাই পথ রয়েছে যে, সত্যিকারের অনেক অনেক কুরবানী কর। খোদাতাআলার ধর্মের সেবা ও তাঁর বাণীকে উন্নীত করার জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে যে-সব সত্য এসেছে এর বিস্তার দানের জন্যে নিজেদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, সময়, জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, চাহিদা, আত্মীয়-স্বজন, নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এবং আত্মাকে কুরবানীও উৎসর্গ করা আবশ্যক। কেননা, কুরবানী ছাড়া কোন ঈদ নেই। আর যত বড় বড় কুরবানী হবে ততই বড় ঈদ হবে। দেখ, যে ছেলে পাঁচ বছর কুরবানী করে তার জন্যে প্রাইমারী শ্রেণীর ঈদ হবে। আর যে দশ বছর কুরবানী করে তার জন্যে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা শ্রেণীর আর যে ১৪ বছর কুরবানী করে থাকে তার জন্যে বি, এ শ্রেণীর ঈদ হবে। অতএব যত বড় কুরবানী হবে ততই বড় ঈদ হয়ে থাকে। আমাদেরও বড় ঈদের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। নিজের ধন-সম্পদ, আত্মা, মোটকথা নিজের প্রত্যেক বস্তুর মালিক খোদাকেই মনে কর। আর যা কিছু আগেই রয়েছে তা-ও খোদারই। যখন আমরা এটা বলবো, আমাদের সব কিছু খোদারই তখন এটা হবে সত্যতার স্বীকারোক্তি। এটা কোন নতুন কুরবানী হবে না বরং এক মিথ্যাকে পরিহার করার নামান্তর হবে। কেননা, এসব ধন-সম্পদ আমাদের যখন এটা মনে করতাম, তখন তা আমাদের ছিল না বরং খোদারই ছিল। কেননা, তাঁর কাছ থেকেই লাভ হয়েছিল। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞ ছিলাম, যারা দাতাকে ভুলে গিয়েছিল। আর যখন এসব কিছু খোদাতাআলারই এটা বলা হয় তখন এ কথারই স্বীকারোক্তি করা হয়, তিনিই এসব দিয়েছেন। আর এটা কোন কুরবানী নয় বরং মিথ্যাকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে সত্যকে অবলম্বন করা। অতএব যেখানে আমি নিজ জামাতের দৃষ্টি এ বড় ঈদের প্রতি আকর্ষণ করছি সেখানে এটাও বলছি, এর জন্য বড় বড় কুরবানীরও প্রয়োজন (খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯২)।

সাময়িক আনন্দকে পরিহার কর

অতএব তোমরা এ সাময়িক আনন্দকে পরিহার কর। আর খোদার উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি ব্যয় কর যেন তোমাদের সেই দিন দেখার সৌভাগ্য লাভ হয় যা আদি থেকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে

ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা (রাঃ)-এর জন্যে নির্ধারিত ছিল। (...)

খোদাতাআলা আমাদের অন্তর থেকে পার্থিবতার মিশ্রণ দূর করে দিন। আর নিজ ভালবাসা আমাদের অন্তরে স্থান দিন। তাঁর ধর্ম, তাঁর প্রতাপ ও তাঁর মর্যাদাকে বিশ্বে বিস্তার দেয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীসমূহকে উপস্থাপন করার সাহস ও হিকমত দিন। আমাদের মনকে ব্যাপকতর করে দিন আর যেভাবে প্রত্যেক বছর এ ছোট ছোট ঈদ আসে সেভাবে আমাদের জন্যে বড় ঈদও যেন নিয়ে আসেন। যাদুঘরে বড় বড় বিখ্যাত অট্টালিকার নমুনা রাখা হয় যেন ওটাকে দেখে আসলটি দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেভাবে আগ্রার তাজমহল ও দিল্লীর জামে মসজিদের নমুনা দেখে এগুলোর আসলটি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে না তেমনি এসব ঈদ দেখে সেই আসল ঈদের অনুমান করা যেতে পারে না।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জান্নাত বা বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে বলেছেন, সেখানকার কোন বস্তুকে চোখ দেখে নি আর কোন কানও সে সম্বন্ধে শুনে নি। আর তা কি রকম কোন প্রাণও তা ধারণা করতে পারে না। এভাবেই সেই ঈদ প্রসঙ্গে এখন কোন অনুমান করা যেতে পারে না এবং সেসব ঈদ সম্বন্ধে এর কোন তুলনাই হতে পারে না। অতএব তোমরা দোয়া কর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের জন্যে যে ঈদ নির্ধারণ করা হয়েছে খোদাতাআলা তোমাদেরকে সেই ঈদও দেখার সুযোগ দিন (খুতবাতে মাহমুদ, ১ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪)।

ইজতেমা বা সমাবেশে লোকদের আকর্ষণ ও স্বাদ লাভ হয়ে থাকে

তোমাদেরকে ঈদ অনুষ্ঠানের যে সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে, দেখ, সে সম্বন্ধে কিভাবে প্রস্তুতি নেয়া হয়। পুরুষ মহিলা শিশু আর বুড়োদের কেমন আনন্দ লাগে। যদিও ঈদের দিন কোন পুরস্কার লাভ হয় না। বাহ্যিকভাবে কোন জিনিস লাভ হয় না। বরং কিছু না কিছু খরচই করতে হয়। কিন্তু এ দিন সকলকে খুশী খুশী দেখায়। এর কারণ কি? কারণ, লোক সমাগম হয়ে থাকে। আমি দেখেছি, যেখানে কয়েকজন লোক সমবেত হয় সেখানে পথিকরাও দাঁড়িয়ে যায়। কেননা, ইজতেমাতে আকর্ষণ ও স্বাদ থাকে। যেখানে দু'ব্যক্তি সমবেত হয় সেখানে তৃতীয় জন, যেখানে তিন ব্যক্তি সমবেত হয় সেখানে চতুর্থজন এসে যায়। আসলে সমস্ত আত্মা একটি বড় আত্মা অর্থাৎ খোদা থেকে সৃষ্ট। যদিও সেগুলো তাঁরই সৃষ্ট। কিন্তু যেভাবে মা'র সাথে একটি শিশুর, এক ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়ে থাকে যদিও তারা উভয়েই পৃথক পৃথক সত্তা, এভাবেই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির বরং এ থেকে অনেক বেশি সম্পর্ক। দেখ, এক ভাই অন্য ভাইয়ের সাথে যখন সাক্ষাৎ করে তখন কেমন আনন্দ ও সুখ লাগে। এভাবে পৃথিবীর জামাতগুলো যখন আপসে সাক্ষাৎ করে তখন আনন্দিত হয়। যেহেতু সব সৃষ্টির মাঝে একটি সম্পর্ক ও আত্মীয়তা থাকে তাই যখন কোন খানে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তখন অনেক আনন্দ লাগে। এথেকে বুঝে নেয়া উচিত, সব লোক একদিন নিজেদের এক প্রভুর আস্তানায় নিজেদের এক স্রষ্টার দরবারে সমবেত হয়ে গেলে একে অপরের সাথে কতটা খুশীর কারণ হতে পারে! ...

খোদাতাআলা বলেছেন, মসীহের যুগ হবে সেই যুগ যখন সত্য ধর্ম ইসলামের সারা বিশ্বে বিজয় লাভ হবে আর সে দিনই আমাদের জন্যে এ ঈদ প্রকৃত ঈদ হবে।

তোমরা আনন্দিত হয়ে যাও। আর তোমাদের জন্যে সেই বড় দিনের আগমন, যা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যুগ, কল্যাণমন্ডিত হোক। এ প্রসঙ্গে খোদাতাআলা বলেছেন, মসীহের যুগ হবে সেই যুগ যখন সত্য ধর্ম ইসলামের সারা বিশ্বে বিজয় লাভ হবে আর সে দিনই আমাদের জন্যে এ ঈদ প্রকৃত ঈদ হবে। যে পর্যন্ত সেই দিন না আসে সে সময় পর্যন্ত এ ঈদ তো আমাদেরকে লজ্জিত করার জন্যে এসে থাকে যেন আপনারা এথেকে শিক্ষা নিতে পারেন। আর দেখুন, যখন কয়েকজন লোক সমবেত হওয়ার জন্যে এত প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় এবং এ সমাবেশ থেকে এতটা খুশী হওয়া যায় যদিও বাহ্যিকভাবে কিছুই লাভ হয় না বরং ব্যয় করতে হবে, যদিও স্বাদ লাভ হয় কিন্তু ইবাদত করতে হয়; সেক্ষেত্রে সেই ঈদের জন্যে যাতে কোটি কোটি লোকের সমাগম হবে কতটা চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন....? অতএব আমাদের জামাতের লোকদের সেই ঈদের জন্যে চেষ্টা করা উচিত। কেননা, এথেকে অধিক স্বাদ আর কোন আনন্দ নেই। আপনারা নিজেদের আত্মার প্রতি গভীর মনোযোগ দিন আর যতটা আপনাদের শক্তি ও সাহস তা নিয়ে এ জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। খোদার প্রতাপ, শক্তি ও মহিমা শান ও মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে নিয়োজিত হও আর সব ভ্রান্ত ও পথ-হারা লোকদেরকে একত্র করে নিয়ে এস। তোমরা এ কথা খুব ভালভাবে জেনে নাও, যখন তোমাদের সাথে কোন নতুন ব্যক্তি যোগ দেয় তখন তোমাদের কতটা আনন্দ লাগে! কিন্তু যখন পুণ্যাত্মা লোকগুলো তোমাদের সাথে যোগ দেবে তখন তোমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকবে না (খুতবাতে মাহমুদ, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

ঈদুল ফিতরকে প্রকৃত আনন্দ লাভের মাধ্যম বানিয়ে নেয়া হোক

"সম্ভবত কোন কোন লোক আমার ঈদের খুতবা শুনে বলবে, ইনি সব সময় দুঃখ-ক্লেশের কথা শুনান। কিন্তু স্মরণ রাখ! আনন্দের কথাকে দুঃখ-ক্লেশের কথায় পরিবর্তন করা খোদাতাআলা আমার স্বভাব বানান নি। বুদ্ধিমান মানুষ প্রত্যেক কথাকে বুঝতে পারে আর এথেকে উপকৃত হতে পারে। এথেকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারে যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। অতএব আমি ঈদের খুতবাগুলোর মাধ্যমে যদি সত্যিকার ঈদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে এর উদ্দেশ্য আনন্দকে দুঃখ-ক্লেশ মনে করি না বরং এর উদ্দেশ্য এই, যে ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা হতে পারে তাথেকে শিক্ষা গ্রহণ কর আর একে এমনিতেই যেতে দেয়া ঠিক নয়। আজ আমি পুনরায় একথার আবৃত্তি করছি, যে কথা প্রায় প্রত্যেক ঈদের খুতবায় আবৃত্তি করে থাকি, যদিও কথা, দৃষ্টান্ত এবং বর্ণনার রীতিতে পরিবর্তন এসেছে" (খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)।

(দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া-এর ৬ জানুয়ারী, ২০০৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান